ভোরের কাগজ

তারিখ 15 MAR 20.3
পৃষ্ঠা 2

সংসদে বিসিএস পরীক্ষা বাতিল প্রসঙ্গ তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি নাকচ

পিএসসি চেয়ারম্যানের গ্রহণযোগ্যতা নেই, সরকারের চাপে পরীক্ষা বাতিল হয় : বিরোধী দল

সরকার কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি, মন্ত্রিসভা বৈঠকেও কোনো আলোচনা হয়নি : সরকারি দল

কাগজ প্রতিবেদক : বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদের গতকালের বৈঠকে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বলছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করে পিএসসির চেয়ারম্যান তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের চাপে পড়ে পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য আওয়ামী লীগ স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানায়।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাব বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বিরোধী দলের অভিযোগ অস্বীকার করে সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীরা বলেছেন, জনমনে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করতে পিএসসি নিজ ক্ষমতাবলে পরীক্ষা বাতিল করেছে। সরকার কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি। আর মন্ত্রিসভার বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

পয়েন্ট অফ অর্ডারে ফ্লোর নিয়ে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ এ বিতর্কের সূত্রপাত করেন। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, শিল্পমন্ত্রী এম কে আনোয়ার এবং বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ, সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও শেখ ফজলুল করিম সেলিম পর্যায়ক্রমে এ বিতর্কে অংশ নেন। বিতর্ক নিরসনে বৈঠকের সভাপতি স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার কয়েক দফা রুলিং দেন। শেষ পর্যন্ত অনির্ধারিত এ বিতর্ক প্রায় ঘন্টাখানেক চলে।

পয়েন্ট অফ অর্ডারে ফ্লোর নিয়ে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ বলেন, এতো বড়ো কেলেঙ্কারির পরও পিএসসির প্রধান এখনো বলছেন পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে। তিনি পিএসসির চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করার দাবি জানান।

এ পর্যায়ে স্পিকার বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ফ্লোর চান। ফ্লোর পেয়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো অথচ পিএসসির চেয়ারম্যান তা অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় আলোচনার মাধ্যম পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এতে করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির চেয়ারম্যানের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে। পরীক্ষা বাতিল প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীকেও সম্পৃক্ত হতে হয়েছে।

বিরোধী দলের সাংসদদের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করতেই পিএসসি এ পরীক্ষা বাতিল করেছে। এতে করে পিএসসির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এতে তাদের দোষের কিছু ঘটেনি। তিনি বিরোধীদলীয় সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, প্রধানমন্ত্রী পিএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কি কথা বলেছেন তা তাদের জানার কথা নয়। এ কথা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই।

এ পর্যায়ে ফ্লোর নেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অভ্যাস পানি ঘোলা করা। এ পরীক্ষা বাতিল না হলেও তারা সমালোচনা করতো। তিনি বলেন, জনমনে যেহেতু সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে তাই পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করেছে। সরকার এ ব্যাপারে পিএসসির

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সংসদে বিসিএস পরীক্ষা বাতিল প্রসঙ্গ

● প্রথম পাতার পর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি।

বিতর্কের এ পর্যায়ে স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার রুলিং দিয়ে বলেন, সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে যে পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলে পিএসসির চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের দাবি জানানো হয়েছে তার কোনো সুযোগ নেই। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির চেয়ারম্যানকে অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পিকার সংসদকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পুনরায় ফ্লোর চেয়ে দাঁড়িয়ে যান। স্পিকার শুরুতে ফ্লোর দিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু বিরোধীদলীয় উপনেতা ও সাংসদদের দাবির মুখে তাকে ফ্লোর দেওয়া হয়। ফ্লোর পেয়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, আমি কাল্পনিক কথা বলিনি। উনারা (সরকার) বলতে পারবেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি? সকল জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সরকারের চাপে পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করেছে।

জবাবে শিল্পমন্ত্রী এম কে আনোয়ার বলেন, আমি হলফনামার মাধ্যমে বলতে চাই এ বিষয় নিয়ে মন্ত্রিসভায় কোনো আলোচনা হয়নি। এ ব্যাপারে যে কাউকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। এ পর্যায়ে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ফ্লোর নিয়ে বলেন, বিসিএস পরীক্ষা বাতিল করে পিএসসি প্রশংসা পাওয়ার মতো কাজ করেছে। এখানে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই।

আওয়ামী লীগের সাংসদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আব্দুল হামিদ ও সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার উদ্দেশে বলেন, আওয়ামী লীগ পানি ঘোলা করলেও শিকারটা কিন্তু মান্নান সাহেবই বেশি করেন।

এ পর্যায়ে স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, খবরের কাগজকে আমি আস্থায় নেইনি। তা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না। বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তিনি অন্য কার্যসূচিতে প্রবেশ করেন। সংসদীয় কমিটি গঠন করতে আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাবের ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।